ত্রিবেণী।

(খণ্ডকাব্য)

প্রণেতা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

(সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা।)

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

(মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

আর্ট ইউনিয়ন্ প্রেস,

১২১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীফকিরচন্দ্র দাস।

মূল্য ১৲ এক টাকা

উৎসর্গ।

অনুজপ্রতিম কবিবর

শ্রীরসময় লাহা

করকমলেষু।

ভূমিকা।

বন্ধুবর শ্রীললিতচন্দ্র মিত্রের কাছে আমি এ কবিতাসংগ্রহের নামকরণের জন্য ঋণী।

কবিতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত। (১) মিতাক্ষর—অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর ঐকার ও ঔকার ছন্দো বিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্রচিত "মন্দ্র" কাব্যে সমস্ত কবিতা এই শ্রেণীয়। (২) মাত্রিক—অর্থাৎ যে কবিতায় ছন্দ মাত্রা ("Syllable") দ্বারা পরিমিত হয়। মদ্রচিত "আলেখ্য" কাব্যে সমস্ত কবিতাই এই শ্রেণীয়। (৩) দশপদী—অর্থাৎ মাত্রিক কবিতা যাহাতে দশটি মাত্র পদ আছে। আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দ্দশপদী কবিতা না লিখিয়া মাত্রিক দশপদী কবিতা লিখি কেন, ইহার কৈফিয়ৎ এই যে আমি ইংরাজি বা ইটালিয়ান Sonnetএর অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে চতুর্দ্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী। অষ্টপদী ষট্পদী বা চতুষ্পদী কবিতা কেহ প্রচলিত করিতে চাহেন—আমার, আপত্তি নাই। কিন্তু কবিতার দশটি পদ আমার কাছে বেশ 'যুৎসৈ'

ঠেকে। এ কবিতাগুলি পাঠ করা প্রথমে 'আলেখ্যে'র কবিতাগুলিরই মত একটু শক্ত ঠেকিবে। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্ট হইবে না আশা করি।

গুটিকতক কবিতা ব্যঙ্গচ্ছলে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে সে গুলি উচ্চ ধরণের কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিল বলিয়া সে গুলিও এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইল।

সম্ভবতঃ আমার খণ্ড-কবিতা-রচনার এই খানেই সমাপ্তি! সেই জন্য পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আমার যাবতীয় কবিতা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। 'শ্মশান সঙ্গীত' কবিতাটির বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। আমার বাল্য-রচনার নমুনা-স্বরূপ এই কবিতাটি এই সংগ্রহে প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলি অধিকাংশই পূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সব কবিতা পুস্তকাকারে একত্র করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কলিকাতা;
২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। } শ্রীগ্রন্থকারস্য

মিতাক্ষর

ত্রিবেণী।

শ্মশান সঙ্গীত।

(দেওঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া)

১

কাহার বালিকা তুইরে মাধুরী ?—হেলি ঢুলি'
সুখস্বপ্ন বরষিয়া' সন্ধ্যার আকাশ দিয়া—
চলে যাস, উড়াইয়ে স্বর্ণ চুলগুলি ;
—ললিত সুন্দর ছবি ! দেবকন্যা সম ;—
—দাহময় চিন্তামরুভূমে
সৃজিয়ে স্বপন কুঞ্জ ; জীর্ণ প্রাণে মম
ফুটায়ে সুন্দর শত মন্দার কুসুমে।

২

তুইরে সুন্দর ফুটন্ত গোলাপ কলি সম,
কোমল পল্লব দিয়ে চারুমুখ আবরিয়ে
ছিলি এতক্ষণ, শোভা ! কান্ত অনুপম ;
যাদুকর-সন্ধ্যারবিকিরণপরশে
খুলে গেল পল্লব তোমার ;
চাহিলি জগত পানে, অমনি হরষে
হাসিল আকাশ, মুগ্ধ চাহিল সংসার।

৩

যেন শশি-মাখা অবাত-নিষ্কম্প সরোবরে,
কোমল সুস্নিগ্ধতম বাসন্ত মারুত সম,
আসিল সুধীরে সন্ধ্যা ;—অমনি অম্বরে,
জাগিল সৌন্দর্য্য ঢেউ—স্বর্ণ মেঘগুলি,
নীলাকাশ সৌন্দর্য্যে উচ্ছ্বাসি',
হৃদয়ের সরোবরে স্বর্ণ ঢেউ তুলি' ;
কে তুই আসিলি নভে, দীপ্ত শোভারাশি !

৪

জীবন্ত সঙ্গীত ! ভাসাইয়া দূর নীলাম্বরে,
ঝরিছ মধুরতম বরিষার বারিসম
স্বর্ণ জলধর হতে, স্বর্ণজলধরে ;
মেঘের মিলিত কণ্ঠ ! নভ হ'তে আসি'
পরিশেষে ভাসাও সংসার ;
হে মেঘবিহঙ্গগুলি ! গগন উচ্ছ্বাসি'
ঝরুক তোদের এই মিলিত ঝঙ্কার।

৫

কিন্তু—হা জগৎ ! এ সুখ সহেনা তোর প্রাণে ;-
যদি সারাদিন খাটি', প্রাণেতে মাখিয়া মাটি—
আসি প্রক্ষালিতে তায় এ মধুর গানে,
শীতলিতে দগ্ধপ্রাণ স্নিগ্ধ শোভানীরে,
ধুইতে সন্তপ্ত অশ্রুরাশি—
সহেনা তোমার ; আন গভীর তিমিরে,
লুকাইতে সঙ্গীতের বাল্যসুখ হাসি।

৬

কেন ফুটে ফুল? কেন শোভে কুসুমে নীহার?
কেনরে বিহগস্বরে মধুর অমিয় ঝরে?
কেন হাসে শিশু তুলি' লহরী শোভার?
শুকাবে শিশির, ফুল পড়ে থাকে ঝরে';
ফুরাইবে বিহগের গান;
না শুকাতে শিশু-হাসি কোমল অধরে;
ঝরিবে নয়ন, হর্ষ হবে অবসান।

৭

হায়রে জগৎ! সবই তোর দুইদিন তরে—
চলে' যায় বাল্য হাসি, লুকায় সৌন্দর্য্য রাশি,
না ফুরাতে একবার দেখা প্রাণ ভরে';
প্রতিদিন রাশি রাশি কত শোভা হায়
জনমিয়া হয় অবসান;
এ জগতে কত মৃত সঙ্গীত ঘুমায়;
জগৎ—অনন্তমৃত-সঙ্গীত-শ্মশান।

৮

নবীন বালিকা!—না শুকাতে তোর শোভারাশি,
জীবনের সুখগান না হইতে অবসান,
না মিলাতে সুখময় শৈশবের হাসি,
চলিলি ঘুমাতে তুই—নিশার তিমিরে,
আছে তোর শ্মশান যথায়;
যেইখানে সময়ের ভাগীরথীতীরে—
তোর প্রিয় ভগ্নী-গুলি নীরবে ঘুমায়।

৯

কোথা যাস্, প্রাণে আবরিয়ে বিষাদের ধূমে ?
আমারে সদয় হয়ে', যথা যাস্, যা রে লয়ে ;
কোথায় ফেলিয়া যাস্ দগ্ধ মরুভূমে !
আমি যে তোদের, শিশু, সহোদর ভাই,
প্রকৃতিও জননী আমার ;
আমিও তোদের সনে ঘুমাইতে চাই ;
দুষিত সংসারবায়ু সহেনা রে আর।

১০

কিন্তু ওই যায়—স্বর্ণশোভা মিলায়ে তিমিরে ;
ওই দেখ্ ডুবে যায়, সোনার প্রতিমা হায়,
নীরবে পশ্চিমে ঘন অন্ধকার নীরে ;
ডুবে যাও তা'র সঙ্গে ভবিষ্যৎ আশা ;
ডুবে যাও বর্ত্তমান প্রীতি ;
ডুবে যাও আজিকার স্নেহ ভালবাসা ;
ডুবে যাও প্রিয়তম অতীতের স্মৃতি।

১১

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর—নিশা তোর কঠিন হৃদয় ;
তোর ঘন তমসায় ডুবাতে এ প্রতিমায়,
হৃদয় কোমল হ'লে কাঁদিত নিশ্চয় ;
কাঁদিত ছিঁড়িতে এই শোভার মুকুলে ;
কাঁদিত চাহি' সে মুখ পানে ;
বিধির কঠোর আজ্ঞা যাইতিস্ ভুলে ;
—নিশ্চয় হৃদয় তোর গঠিত পাষাণে !

১২

যাও শিশু তবে—লও শেষ বিদায় চুম্বন।
ডুব ছবি সিন্ধুতলে, আমি ভাসি অশ্রুজলে,
দাঁড়ায়ে সৈকতে হেরি তোমার আনন।
মজ্জতী স্বর্গীয় জ্যোতিঃ! যাও আজ তবে;
—অশ্রুবারি ঝরিবে ধরার;
মরণসঙ্গীত দুঃখে গা'বে ঝিল্লীরবে
আকাশ, উপরে তোর;—যাও সুকুমার!

১৩

আমিও ভগিনী! গাব তোর বিয়োগের গান;
হৃদয়ের হৃদয়েতে দিবরে শ্মশান পেতে
যতনে সমাধি তোর করিব নির্ম্মাণ
স্মৃতি দিয়া; যাও তবে প্রিয় সহোদরে!
আমারও বরষিবে আঁখি;
তোর তরে আর অন্য ভগিনীর তরে,—
যতনে হৃদয়মাঝে সবে দিব রাখি'।

১৪

নিষ্ঠুর নিয়ম—জগতের, জানি সহোদরে!
রাখিব হৃদয়ে আনি তোর মৃত দেহখানি—
বসি' বিসর্জ্জিব অশ্রু সমাধি উপরে.
তাহাও সহে না তার;—ঘন গরজিয়া
ঘটনা তরঙ্গকুল আসি'
স্মৃতির সমাধিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
লয়ে যায় ডুবাইতে মৃত শোভারাশি।

১৫

পার, যতদিন ঘুমাওরে! স্বরগের পরী
তোদের শান্তির তরে, তোদের সমাধি' পরে
প্রসারি' কোমল পক্ষ রহিবে প্রহরী;
পারিবে না প্রেতগণ তোরে পরশিতে;
এ হৃদয়ে সুখে নিদ্রা যাও।
আমিও আসিব কভু অশ্রুবারি দিতে,
প্রাণের ভগিনী! তবে—ঘুমাও!—ঘুমাও!

সমুদ্র।

আবার সে গভীর গর্জ্জন ; চারিধার
সেই নীল জলরাশি ; দিগন্তপ্রসার
বারি-বক্ষ ; সেই অন্ধ মত্ত আস্ফালন ;
সেই ক্রীড়া ; সেই উচ্চ হাস্য ; সে ক্রন্দন ;
উত্তাল তরঙ্গ সেই ; উদ্দাম উচ্ছ্বাস ;
সেই বীর্য্য ; সেই দর্প ; সেই দীর্ঘশ্বাস !

হে সমুদ্র ! সপ্ত বর্ষ পরে এ সাক্ষাৎ
তোমার আমার সঙ্গে। ঘাত প্রতিঘাত
গিয়াছে বহিয়া কত আমার হৃদয়ে ;
বহে গেছে ঝঞ্ঝা কত, শোকে, দুঃখে, ভয়ে,
নৈরাশ্যে ;—এ সপ্ত বর্ষে জীবনে আমার।
নুইয়া দিয়াছে সেই সপ্ত-বর্ষ-ভার
জীবনের মেরুদণ্ড ; করি' খর্ব্ব তা'র
উদ্দাম উল্লাস, তেজ, গর্ব্ব প্রতিভার।
কিন্তু তুমি চলিয়াছ দর্পে সেই মত
কল্লোলিয়া। কাল করে নাই প্রতিহত
তোমার প্রভাব ; রেখা আনে নাই দেহে ;
শুষে নেয় নাই মজ্জা।—সেইরূপ ধেয়ে
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে, মেঘমন্দ্রে বারি-
বক্ষ, বীরদর্পে দিক্‌দিগন্ত প্রসারি',

তুমি চলিয়াছ। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ;
নিম্নে চলিয়াছে তব একই ইতিহাস।

এত তুচ্ছ করেছিলে মানব-জীবন,
পরমেশ ! এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ আয়োজন ;
তাও এত বিবর্ত্তনশীল ! যেই মত,
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বর্ণ ভিন্ন হয় যত—
রক্ত, পীত, পিঙ্গল, ধূসর, পরিণত
শেষে কৃষ্ণে ; মানব-জীবনে সেই মত,
আসে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ; পরে হায়,
সব শেষে সেই কৃষ্ণ মরণে মিশায় !

—সেই সে সাক্ষাৎ হ'তে আজি, হে সমুদ্র !
সপ্ত বর্ষ কেটে গেছে, আমার এ ক্ষুদ্র
পরমায়ু। ছিলাম সেদিন শ্লেষস্মিত,
উচ্চকণ্ঠ, ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, গর্ব্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তা-নত,
জীবনের গূঢ়-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।
গান গাই নিম্নতর ঠাটে ;—কম্প্র, ধীর,
ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রুগদগদ, গম্ভীর।

সপ্ত বর্ষ পরে আজি, সমুদ্র, আবার
দেখিতেছি আন্দোলিত সে মহাপ্রসার ;
শুনিতেছি সে কল্লোল ; করিতেছি স্পর্শ
তোমার শীকর-স্পৃক্ত বায়ু।—এ কি হর্ষ !

কি উল্লাস! মুদ্রালুব্ধ স্বার্থপূর্ণ হৃদি,
ছাড়ি' নীচ ক্রয় ও বিক্রয়,—জলনিধি,
মিশিয়াছে নিখিলের সঙ্গে যেন আসি',
হেরি' তব অসীমবিতত জলরাশি।
আমি দেখিতেছি শুক্লপক্ষ প্রথমার
নিশীথে, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, পারাবার!
তোমার এ মত্ত ক্রীড়া। যখন অবনী
ঘুমায়, উঠিছে ঐ হাহাকার ধ্বনি;
চলেছে ও আস্ফালন।—হৃদয়ে তোমার
বহিছে ঝটিকা যেন; প্রবল ঝঞ্ঝার
নিষ্পেষণে মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্র সম
উঠে মহা আর্ত্তনাদ; বিদ্যুদ্দামোপম
জ্বলে' উঠে রেখায়িত ফেনা সমুচ্ছ্বাসি',
পিঙ্গল আলোকে দীপ্ত করি' জলরাশি।
কি প্রকাণ্ড অপচয় এ বিশ্বসৃষ্টির—
এই নীল বারিরাশি! এ নিত্য অস্থির
সমুচ্ছ্বাস শক্তির কি নিরর্থক ব্যয়!
এ গর্জ্জন, আস্ফালন, ব্যর্থ সমুদয়।
কিংবা চলিয়াছ সিন্ধু! গর্জ্জি', আর্ত্তনাদি',
সেই চিরন্তন প্রশ্ন—"কোথায়? কোথা আদি?
কোথা অন্ত? কোথা হ'তে চলেছি কোথায়?"
উৎক্ষেপিয়া উর্ম্মিরাশি আঁকড়িতে চায়
অনন্তেরে; নিজ ভারে পরে নেমে আসে।
আবার ছড়ায়ে পড়ে, গভীর নিশ্বাসে,

প্রকাণ্ড আক্ষেপে,—বক্ষ'পরি আপনার,
ব্যর্থ বিক্রমের ক্ষুব্ধ অবসাদ-ভার।

উপরে নির্ম্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটী কোটী নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির
নিষ্ফল চীৎকার, ক্ষুদ্র আস্ফালন'পরে ;
রহে সে গভীর গাঢ় অনুকম্পাভরে।
দেখে পিতা যেমতি পুত্রের উপদ্রব ;
ঈশ্বর দেখেন যথা করুণা-নীরব
গাঢ় স্নেহে,—মানুষের দম্ভ অভিমানে ;
—আছে সে চাহিয়া ক্ষুব্ধ জলধির পানে।

কি গাঢ় ও নীলাকাশ ! কি উজ্জ্বল, স্থির !
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া চতুষ্প্রান্ত জলধির।
যাহা ধ্রুব, সত্য ; যাহা নিত্য ও অমর ;
তাহা বুঝি এরূপই স্থির ও ভাস্বর।
তবু ভাবি—ঐখানে আলোকের নয়
শেষ, ঐ ঘননীল, ঐ জ্যোতির্ম্ময়-
যবনিকা-অন্তরালে আছে লুকায়িত
এক মহালোক ; ঐ যবনিকাঙ্কিত
কোটী কোটী মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি,
শুদ্ধমাত্র যার ছায়া, যার প্রতিচ্ছবি।
তুলে লও যবনিকা যাদুকর ! তবে ;
কি আছে পশ্চাতে তা'র, দেখাও মানবে।

রূপকত্রয়।

১

ছিলেন কমলযোনি মগ্ন তপস্যায় ;
হলে সিদ্ধ তপস্যার পরিপূর্ণতায়
মহা যোগ, তাঁর সেই তপোলব্ধধনে
দিলেন বিক্ষিপ্ত করি' গগনে গগনে।
হলে ব্যাপ্তি-পরিব্যাপ্ত সে মহা সাধনা,
পাঠালেন নারায়ণ তার এক কণা,
করিলেন উপ্ত তাহা এই ধরণীতে
মানব জীবনে, ধীরে নীরবে নিভৃতে
হইতে সফল ;—তীব্র উঠিল তখন
যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ আকাশ ভুবন
দীর্ণ করি' ;—এক মহা মত্ত হাহাকার
ছুটে এলো ; নগ্ন অঙ্গে বহে রক্তধার ;
পড়িল মূর্চ্ছিত হয়ে। স্বর্গরাজ্য হতে
নেমে এলো দিব্যরথ এক। পূর্ণস্রোতে
ভেসে এলো গীত—এক অপার্থিব স্বর ;
ভেসে এলো জ্যোতিঃ এক ভাস্বর সুন্দর ;
গাঢ় সহবেদনায়, সুগভীর স্নেহে
দাঁড়াইল ঘেরি' তার বিমূর্চ্ছিত দেহে ;
পরে তারে তাহাদের বাহু দিয়ে ঘিরে
নিয়ে গেল দিব্যরথে স্বর্গরাজ্যে ফিরে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো! ক্রমে ধূসর আকাশে
সুরঞ্জিত মেঘমালা ম্লান হয়ে আসে।
পশ্চিমাকাশের পানে চেয়ে—যেন তার
গভীর বেদনাপ্লুত কোন্ জিজ্ঞাসার
উত্তরের অপেক্ষায় বৃথা, আসে ধীরে
নতমুখে মৌন ধরা—শয়ন মন্দিরে
হতাশ্বাসে। কুঞ্জ হতে উঠি দীর্ঘশ্বাস
—সমীরের ম্রিয়মাণ মন্থর উচ্ছ্বাস—
রেখে গেল পদতলে শেষ উপহার—
নিমীলিত চম্পকের সৌরভ সম্ভার।
চকিত বিহ্বল স্বরে 'সন্ধ্যা হোল' ডাকি'
মাথার উপর দিয়া গেয়ে গেল পাখী।
হতভাগ্য বংশী এক বিরহীর প্রায়
গেয়ে গেয়ে—সকরুণ কম্প্র মূর্চ্ছনায়
উঠি' উর্দ্ধে আরো উর্দ্ধে, ক্ষীণ আরো ক্ষীণ,
শেষে নীল মহাশূন্যে হয়ে গেল লীন।
অভ্র হতে নেমে এলো কোন্ পথহারা
একটি সুবর্ণ শান্ত কিরণের ধারা
বিস্মৃতির মাঝে। পরিপূর্ণ মনোরথ,
হেরিলাম আমি এক উজ্জ্বল জগৎ,
পাইলাম যেন চির সাধনার ধন,
ভাবিলাম আজি মোর সার্থক জীবন!

দেখিলাম এক মহা পরিপূর্ণতায়—
অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা এক বিশ্ব রচনায়।
সহসা উঠিল ঝড়—, বায়ু এলো ধেয়ে
হা হা স্বনে ; ঘন কৃষ্ণ মেঘ এলো ছেয়ে
সবজ্রবিদ্যুৎ ; ক্ষীণা কম্পিত কাতরা
দুই হস্তে ঢাকে মুখ ভয়ে বসুন্ধরা।
বিশ্ব ব্যাপি' এলো এক উচ্চ হাহাকার
সেই অন্ধকারে—পরে মনে নাই আর।
লভিয়া চেতনা আমি চাহিয়া তখন
দেখিলাম চারিধারে—প্রশান্ত ভুবন ;
থেমে গেছে ঝড় ; মেঘ গেছে কেটে ; চাহি'
ঊর্দ্ধে, দেখিলাম প্রান্ত হতে প্রান্ত বাহি',
কোটি তারা-উদ্ভাসিত নীলাকাশ স্থির,
চরণে জলধি তার গরজে গম্ভীর।

৩

সুনির্ম্মল হ্রদ পর্ব্বতের পাদমূলে;
একান্ত নির্জ্জন স্থান; হ্রদ উপকূলে
একখানি মাত্র নম্র নিভৃত কুটীর,
অর্দ্ধলুক্কায়িত বনে; অর্দ্ধ ভগ্ন; শির
নত করি' দেখিতেছে নিজ প্রতিচ্ছবি
স্বচ্ছ হ্রদ জলতলে। নিস্তব্ধ অটবী।
নিজ বক্ষ'পরি যুক্ত বাহু যুগ্ম রাখি'
ভাবিছে পর্ব্বত নিম্ন নির্ণিমেষ আঁখি।
গিরিপ্রান্তে স্তব্ধ হ্রদ—নীল, স্বচ্ছ, স্থির,
হিল্লোলকল্লোলহীন; নীরব কুটীর।
কেন মৌন গিরি, বল, আচ্ছন্ন বিষাদে?
নতশির সে কুটীর কার দুঃখে কাঁদে'?
যার পদক্ষেপে ছিল সজীব পর্ব্বত;
যার কণ্ঠস্বরে ছিল সশব্দ এ পথ;
এ কানন প্রমোদভবন;—এই হ্রদ
হইত সে ধন্য যার ধৌত করি পদ;
সে গিয়েছে, ফিরে' আর আসিবে না; তবে
এ শোভা সম্পদ—আর এ সব—কি হবে!
গুণীর পরশ বিনা কি কাজ বীণার!
কি কাজ কমলে বিনা ভ্রমর ঝঙ্কার।
প্রাণ নাই যার—তবে কিসের সে প্রাণী!
রাজা বিনা কাঁদে পড়ে' শূন্য রাজধানী।

স্বপ্ন নাই তবে আর কি ছার সে মন ;
নাই ব্রজকিশোর—কিসের বৃন্দাবন।
সে নাই হারিয়ে তারে ফেলেছে এ বন ;
বৃথা তারে চিত্তমাঝে খুঁজে সে এখন।
একটি আলোক যাহা সুন্দর জগতে
ব্যাপ্ত ছিল, চলে গেছে এ জগৎ হতে।

এস্রাজ।

সভাতলে সকরুণ মৃদুল এস্রাজে
বেহাগখাম্বাজরাগে কি সঙ্গীত বাজে ;
কি গাঢ় বেদনাপ্লুত অতৃপ্ত পিপাসা
উচ্চারি'। প্রগাঢ় তা'র কি গদ্গদ ভাষা
বুঝিতে না পারি ; তবু তা'র সেই তানে
নিহিত অসীম ব্যথা ; বুঝি তার প্রাণে
বাজিয়াছে কোন্ গূঢ় যন্ত্রণা অপার
—যাহা নহে পৃথিবীর ; যেই যন্ত্রণার
নাহি ভাষা বুঝাবার। বুঝাইতে চাহে—
যেন কোন্ দেশ হতে প্লাবন প্রবাহে
মর্ত্তদ্বীপে আসি' ভাসি', কোন্ বিদেশিনী—
তাহার প্রাণের কোন্ নিগূঢ় কাহিনী,
মর্ম্মকথা ; তবু নাহি বুঝাইতে পারে ;
উঠি' কম্প্র মূর্চ্ছনায়—নামে শত ধারে,
শতধা বিদীর্ণ তা'র নিষ্ফল প্রয়াস ;
—ঢাকে মুখ শেষে নারী ফেলি দীর্ঘ শ্বাস।
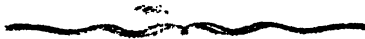
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি।*

১

আজি তাই গৌরবের উচ্চ শিখরের 'পরে,
দাঁড়ায়ে চাহিয়ে দেখ নিমেষ তিলেকের তরে!
ওই দূর তলদেশে আনন্দ আলোকে কিবা!
ফুটিয়া উঠেছে তব, জীবন তরুণ-দিবা।

২

স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়ে সুন্দর সৈকত তীরে,
পবিত্র আশ্রম দেখ ধৌত জলাঙ্গীর নীরে,
হাস্যময় ওআশ্রম হাস্য-সবিতার করে,
হাস্যময় তপোবন সে তপনে তৃপ্তিভরে।

৩

ও আশ্রমে আনন্দের মহর্ষি আসীন সুখে,
হরষলহরসুধা উঠিছে ছুটিছে মুখে;
আধি-ব্যাধি ভাসাইয়া প্রবাহিছে অবিরত,
ফুটিছে কানন ভরি মালতি মল্লিকা কত।

---

* কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৫।৬ বৎসর বয়সকালে স্বীয় পিতৃদেব দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের বন্ধু রায় দীনবন্ধু মিত্রকে তদীয় "এমন সুন্দর" কবিতা আবৃত্তি করিয়া মোহিত করিতেন। তখন দীনবন্ধু বাবু খড়িয়ার (জলাঙ্গীর) তীরে ষষ্টিতলার বাটীতে থাকিতেন। বলা যাইতে পারে তৎকালে দীনবন্ধুর মধুর হাসি ও দেওয়ানজীর পবিত্র গান কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়ার ন্যায় আর একটী বিশেষত্ব ছিল।

আজি দেখিতেছি তাঁরে, অপসৃত করি সুখে
কালের এ অন্তরাল, বিজড়িত সুখে দুঃখে,
আর তাঁর পাশে সেই সুন্দর শিশুটি তুমি;
শৈশবের সে শোভায় উজলিয়ে পুণ্য ভূমি।

সুন্দর শিশুটি তুমি গাইছ তুলিয়া তান—
"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে" সেই গান;
আহা যেন বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে ছেয়ে
মধুময় রামায়ণ শিশু কণ্ঠ উঠে গেয়ে।

আশ্রমবালক মোরা শুনিতাম প্রীতি-ভরে
পিতার মধুর গাথা তোমার মধুর স্বরে;
সে অধ্যায় সুধাময় জীবনের সূচনায়,
শৈশবের সে সৌহার্দ্দ জীবনে কি ভোলা যায়?

সেই চিত্র সুললিত আজি চিত্ত আঁকিয়াছে,
সাধের আলেখ্যখানি এনেছি রাখিও কাছে;
শৈশবের স্নিগ্ধ স্মৃতি চির প্রীতিকর ভাই,
প্রীতি-ভরে পূর্ব্ব-কথা তুলিলাম আজি তাই।

৮

সেই দীক্ষা শৈশবের ভুল নাই এ জীবনে ;
কবি-দিষ্ট কুঞ্জবনে ভ্রমিয়াছ হৃষ্টমনে ;
আজি নানাবিধ ফুলে, সাজি তব ভরিয়াছে,
পর্য্যাপ্ত প্রসূন-পথ সম্মুখে বিস্তৃত আছে।

৯

'শিশু মানবের পিতা,' নহে শুধু কাব্যকথা,
তোমার জীবনে তার আছে পূর্ণ সার্থকতা ;
যেই শিশু কলকণ্ঠে রোমাঞ্চিত হ'ত কেশ
আজি তাহে মুখরিত পবিত্র 'তোমার দেশ'।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র

উত্তর

১

অনেক দিনের কথা—ঠিক্ নাহি আসে মনে—
মধুর শৈশবগাথা সে প্রথম জাগরণে ;
তবু যেন মনে পড়ে স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়,
এখনও গম্ভীর সেই সাম গান শোনা যায়—

২

বিজড়িত সঙ্গে তার—সে নিশার অবসান,—
পবন হিল্লোল আর প্রভাতের পিকতান,
প্রাতঃসূর্য্যবিহসিত সে আমার জন্মভূমি,
সঙ্গে তার বিজড়িত প্রিয়বর আছ তুমি !

৩

মনে পড়ে আজি এই জীবনের এ সন্ধ্যায়
যেন সেই সুগম্ভীর মহাগীত শোনা যায় ;
তাহার মধুর স্মৃতি এখনও বাজিছে প্রাণে,
বাজিবে তাহার সুর এ জীবন অবসানে।

ঠিক্ মনে নাই বটে—সেই হাসি সেই গান,—
'দীনবন্ধু' 'কার্ত্তিকেয়' দুই বন্ধু এক প্রাণ,
সেই হাসি সেই গান আমার জীবনে আসি,'
বিজড়িয়া রচিয়াছে এই গান এই হাসি।

কিম্বা সব কল্পনা এ! ভালবাস বলে' তাই,
সকলই সুন্দর দেখ আমার—প্রাণের ভাই!
রচিয়াছি যেই হাসি, যেই গান রচিয়াছি,
সে হাসির সে গানের নহে কিছু কাছাকাছি;

অন্য কোন নাই সুখ, অন্য কোন নাহি আশা,
শুধু চাহি এ জীবনে তোমাদের ভালবাসা!
যদি এই গানে হাস্যে লভিয়াছি তব প্রীতি,
সার্থক আমার হাস্য, সার্থক আমার গীতি;

প্রভাতে এ জীবনের, হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্রব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি;
জীবনের এ সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি—
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি!

মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের পুণ্যপাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।

৯

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই,
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হোক্ ভাই;
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি,'
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রমণীর মুখ।

কি সুন্দরই গড়েছিলে রমণীর মুখ,
বিধি রমণীর মুখ!
সুখময় মাখা প্রেম; গোঁফ নাই, মোলায়েম,
—ঈষৎ বেহায়া আর ঈষৎ লাজুক—
বিলম্বিত চারুকেশ, সিঁথিকাটা শিরোদেশ;
(বিদ্যা কি বুদ্ধির লেশ নাইবা থাকুক;)
বাঁকা ভুরু, টানা চোখ, (কিম্বা টানা না'ই হোক,
চাহনিতে সেরে নেয় বিধাতার চুক!)
গণ্ড দুটি পরিপাটি; অভ্যুচ্চ নাসিকাটি;
শ্মশ্রুহীন' সুগঠিত কোমল চিবুক;
ওষ্ঠ দুটি পুরোভাগে, দুইটি কমল জাগে
সর্ব্বদা তাম্বুলরাগে করে টুক্ টুক্।
স্নেহসরলতা মাখা, যেন চিত্রপটে আঁকা,
দেখিলে করুণ স্নেহে ভরে' ওঠে বুক!
আধ'ঢাকা ঘোমটায়, আধখানি দেখা যায়;
ভাগ্য বলে' মানি তা'র দেখি যেই টুক!
যেইটুক থাকে বাকি কল্পনায় গড়ে' থাকি,
ভাবী আশা দেখিবার রাখি জাগরূক!
—পৃথিবীর সুখ প্রায় অর্দ্ধেক ত কল্পনায়—
অপরার্দ্ধ মাত্র তার বাস্তবিক সুখ।

বিবাহের উপহার।

(১)

করিছ প্রবেশ আনন্দে ভাই
এ বিবাহ মন্দিরে ;
অত দ্রুত নহে—সংযত হও,
আরো ধীরে আরো ধীরে ;
দীন, নতজানু, কাতর, সাশ্রু,
আগে নম জননীরে ;
আগে চাহ ভাই বিধাতার ক্ষমা,
করজোড়ে নতশিরে ;
প্রার্থনা কর, পবিত্র হও,
প্রবেশের আগে তুমি ;
এ নহে বিলাসবাসর তোমার,
এ মহা তীর্থভূমি !

(২)

—এখন ভিতরে এসো; চেয়ে দেখ
যুক্ত যুগ্মপাণি,
অর্চ্চনারত, দাঁড়াইয়া আছে
প্রেমের প্রতিমাখানি ;

মুদিত নয়ন, নীরব, শান্ত,
স্পন্দনহীন, স্থির ;
যেন বা সে কোন স্বর্গের দেবী,
যেন নহে পৃথিবীর ;
তুমি তার ধ্যান, তুমি তার জ্ঞান,
আছে তব পথ চাহি,'
যুগ যুগান্তর হ'তে, যেন তার
আর কিছু মনে নাহি।

(৩)

সহসা ও কি ও! আনন দীপ্ত
রঞ্জিত অনুরাগে ;
ঐ দেখ বুঝি নড়িল প্রতিমা,
ঐ দেখ বুঝি জাগে ;
মেলিয়াছে আঁখি, চিনেছে তোমায়,
তাই বুঝি মৃদু হাসে ;
ঐ দেখ দুটি বাহু বাড়ায়ে সে
তোমার নিকটে আসে।
কাছে যাও আরো কাছে, ধর হৃদে—
সে তোমার তুমি তার—
দুই দীপ শিখা মিশে থাক্ আজ
হয়ে যাক্ একাকার।

এক হয়ে যাক্ ... য়ে যাক্
... ...জ দুটি প্রাণ,
বীণার মৃদুল ঝ... সনে
উঠুক গভীর গান ;
এক হয়ে যাক্ কল কল্লোলে
আ... ...ই নদ নদী ;
এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ,
—অহরহ নিরবধি—
এক হয়ে যাক্ সাগর আকাশ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য বাসী ;
এক হয়ে যাক্, ইন্দ্রধনুর
বর্ণে, অশ্রু হাসি।
—উৎসব কর উৎসব কর
উৎসব কর সবে ;
আলোকে পুষ্পে হাস্য উৎসে
বাদ্যে বাদ্যরবে,
দাও, উলু দাও, বাজাও শঙ্খ,
বাজাও দক্ষ বাঁশি,
দম্পতি 'পরে দেবগণ আজ
বরিষ পুষ্প রাশি।

(৫)

তাই, ধর এ রত্নে হৃদয়ে, যত্নে
রেখো তারে সমাদরে,
ঘর ছেড়ে আজ পরের মেয়েটি
আসিছে তোমার ঘরে।
সুখে থেকো, সুখে রেখো, দেখ চেয়ে
ঘরখানি আলো করে',
স্বর্গ হইতে নামিয়া তোমার
বৌ আসিতেছে ঘরে।
উৎসব কর বাজাও বাদ্য
গভীর মধুর স্বরে,
বাজাও শঙ্খ দাও উলু দাও
বৌ আসিতেছে ঘরে।

প্রথম চুম্বন।

১

নব বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে
আবৃত, নিভৃত, অশোককুঞ্জভবনে ;—
শ্যামলমোহন ; মুখর কোকিলসঙ্গীতে ;
মৃদু কম্পিত নব বসন্ত পবনে ;

২

বেষ্টি' আম্র পাদপে মাধবী বল্লরী ;
নম্র মালতিলতিকা বকুলে জড়ায়ে ;
আকাশে উঠিয়া কুসুমগন্ধ উচ্ছ্বসি' ;
মূর্চ্ছিত হয়ে কাননে পড়িছে গড়ায়ে ;

৩

নীরব মেদিনী ; দূরবিসর্পী প্রান্তরে,
ক্ষীণ রেখাসম নিলীন তটিনী, অদূরে ;
শ্যামল ক্ষেত্র, সুপ্ত শুভ্র কৌমুদী ;—
শ্যামলে মিশেছে শুভ্র—মধুর মধুরে ;

৪

গগন মধুর ; মধুর ধরণী সুন্দরী ;
মধুর পবন বহিছে শনৈঃ শনৈঃ ;
তার মাঝখানে সুমধুরতম দৃশ্যটি—
সেই নির্জ্জনে যুগল প্রথম প্রণয়ী।

৫

মানবের এই প্রথম প্রণয়সঙ্গমে,
কি ভাবে আবেগে উঠে প্রাণ তার আকুলি'
যেমন প্রথম মলয়, শিশির অন্তিমে ;
যেমন গভীর নিশীথে মুরলিকাকলি ;—

৬

নবীন নীহার সম ; বিকশিত মল্লিকা-
সম সুরভি ; সুগভীর যেমতি সিন্ধু ;
গগনের মত গাঢ় ; উষা সম উজ্জ্বল ;
সুখনিমগ্ন যেমতি পূর্ণ ইন্দু।

৭

মানবের এই প্রথম পেলব যৌবনে—
যখন কেবল আশাময়ী এই ধরণী ;
যখন গোলাপবর্ণে জীবন রঞ্জিত ;
পা'ল তুলে দিয়ে চলে' যায় শুধু তরণী ;

৮

যখন সকলি কেবল মাধুরীমণ্ডিত—
আকাশে, ভুবনে, সাগরে, তারায়, তপনে ;
তখন সহসা কিশোরহৃদয়মঞ্জরি
মুকুলিত হয় প্রথম প্রণয় স্বপনে।

৯

এমন স্থান সে—নীরব নিভৃত নির্জনে,
এমন শুভ্র নিশীথে, নগ্ন শুভ্র এ—
যুগল প্রণয়ী ;—করে করতল অর্পিত,
নয়নে নয়ন ; নীরব বিভোর উভয়ে।

১০

প্রকাশ করিবে তাহারা কি ভাষা উচ্চারি',
অসীম সে কথা, নিহিতহৃদয়বাহিনী ?
মানব রচেনি এমন ভাষা কি সঙ্গীতে,
প্রকাশ করে যা প্রথম প্রণয়কাহিনী।

১১

প্রকাশ করিল সে কথা একটী শব্দেতে—
(প্রকাশ করিতে পারে তা একটী শব্দ)
স্ফুরিত হইল সে কথা একটি চুম্বনে ;—
উঠিল চমকি' কুঞ্জ বিনিস্তব্ধ।

১২

কাঁপিল কানন ; কাঁপিল তটিনী সুন্দরী ;
তড়িৎ প্রবাহে আকাশ উঠিল কাঁপিয়া ;
হাসিল চন্দ্র ; চাহিল পুষ্প ইঙ্গিতে ;
শাখার উপর গাহিয়া উঠিল পাপিয়া।

১৩

প্রণয়ীযুগল বেষ্টিত ভুজবন্ধনে,
মিলিত অধর অধরে, বক্ষ বক্ষে ;
বিদ্যুৎস্রোত বহিল তাদের অঙ্গেতে ;
লুপ্ত হইল বিশ্ব তা'দের চক্ষে।

১৪

প্রণয়ের সেই প্রথম মধুর চুম্বনে,
সে গীতে, সর্ব্ব কোলাহল যায় থামিয়া ;
মানবের ঘোর দৈন্যে, দুঃখে, দুর্দ্দিনে,
আসে একবার স্বর্গরাজ্য নামিয়া।

১৫

জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে ;
যৌবনসার প্রথম মধুর প্রণয়ে ;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে ;
—মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণ এ।

১৬

মানবের সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে,
এক বার আসে সে সুখ জীবনে মরণে ;
একবার দেখি মানবহৃদয়মন্দিরে,
প্রেমের প্রতিমা—মৃত্যু দলিত চরণে !

ভালোবাসা।

পর্ব্বতের পাদমূলে দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে,
দেখিতেছিলাম, চাহি' নিস্পন্দ নয়নে,
বিস্ময়নির্ব্বাক্, তা'র অভ্রভেদী শির;
শুনিতেছিলাম তা'র নীরব গম্ভীর
অকথিত মহামন্ত্র।—সহসা, পশ্চাৎ,
নামিল কোমল কর স্কন্ধে অকস্মাৎ।
ফিরিয়া চকিতে আমি করিনু জিজ্ঞাসা—
"কে তুমি কে তুমি দেবি!"—"আমি ভালোবাসা।
মর্ত্ত্যে জন্ম বটে মম, তাহার শিখরে
আমার ভবন। চাহি মহা আশাভরে
উঠিতে গগনে; কিন্তু ধরাতল পানে,
এক মহা অনুকম্পা মোরে টেনে আনে।
ঐ যে দেখিছ উচ্চ গিরিচূড়া, তা'র
উপরে আমার গৃহ। নহে সে সংসার,
তথাপি নহে সে স্বর্গ। চাহ যদি তাই,
আইস মানব, আমি সঙ্গে নিয়ে যাই।"
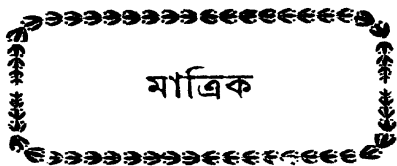
মাত্রিক

প্রবাসে।

১

শান্ত এ কান্তারপ্রান্তে শ্রান্ত আমি, বন্ধুগণ!
কান্ত এই বৃক্ষতলে বসি আমি কিছুক্ষণ;
আমারে দিওনা বাধা—তোমরা একটু এগিয়ে যাও—
এ সৌন্দর্য্যরাজ্যমাঝে আমায় একটু ছেড়ে দাও।

২

—পড়েছে ঐ সূর্য্যরশ্মি গিরিচূড়ায়—মনোহর!
পড়েছে ঐ সূর্য্যরশ্মি তরুশিরে—কি সুন্দর!
মাঠের উপর রাঙ্গা মাটি, সবুজ—গাছের চারিধার,
আকাশে এক রঙ্গের খেলা খেলে যাচ্ছে—চমৎকার।
গাভীগুলি দলে দলে বিজন পথে যাচ্ছে সব;
পাখীগুলি ফির্চ্ছে নীড়ে—কি মধুর ঐ কলরব!
বড় বিজন বড় স্তব্ধ!—এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল!
প্রাণের মধ্যে গভীর শব্দে বেজে উঠছে বাল্যকাল।
এমনি চেয়ে দেখ্‌তাম না কি দেওঘরের গিরিবন!
তথাপি কি প্রভেদ হয়ে!—কি আশ্চর্য্য বিবর্ত্তন!
তখন একটা আশার আলোক ঘেরে থাক্‌ত ললাট তা'র,
এখন ক্লান্তির অবসাদে ঘেরে আসে অন্ধকার;
একটা হর্ষ, একটা দীপ্তি, একটা গীতি, আজি হায়,
একটা মহামহিমা—এ মুছে গেছে বসুধায়;
এখন চখে ধাপ্‌সা দেখি, মনের মধ্যে করি বাস,
এখন শুধু চিন্তা আসে, ঘনিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

৩

সেদিন আমি পাই না ফিরে!—সেই দীর্ঘ অবকাশ,
সেই দীপ্তি, সে অতৃপ্তি, সেই শক্তি, সে উল্লাস।
—আবার বালক হব আমি, শুধু আমি এই চাই—
শিশুর মত ভালবাসি, শিশুর মত হাসি গাই।

জীর্ণ বস্ত্রসম জরায় ছুঁড়ে ফেলে, আবার চাই—
মাটের উপর জুটি সবাই; মাটের উপর ছুটে যাই;
গাছে উঠে ফল্‌সা পাড়ি; আংশি দিয়ে পাড়ি কুল;
বিছিয়ে কাপড় শিউলি কুড়াই; জলে হেঁটে পদ্মফুল;
বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলা; সকাল বেলা পড়ার ধূম;
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই বিছানাতে পড়ে' ঘুম;
পুকুর পাড়ে ঘোড়ার বাচ্ছা ধরে' চড়ে' বেগে ধাই;
ঝম্প দিয়ে নদীর বক্ষে সাঁতার কেটে চলে' যাই;
যৌবনের সেই প্রথম বিকাশ নিজভাবে ওতপ্রোত;
বাহুর মধ্যে শিরায় শিরায় নূতন শক্তির অনল স্রোত;
প্রথম শ্রমের পারিশ্রমিক; নিজের পায়ে দিয়ে ভর
আবার গিয়ে সাজাই নিয়ে নিজের বাড়ি নিজের ঘর;
আবার করি দশের সঙ্গে যশের যুদ্ধ—করি জয়;
বাজ্‌ছে শুনি বিজয় ভেরী উচ্চরবে সহরময়;
শত্রুগণের পরাভূতি, মিত্রজনের ভক্তিস্তব;—
করি আবার নূতন শক্তি শিরায় শিরায় অনুভব।

৫

মধুমাসে এলোমেলো মলয় বায়ুর পাগল ঢং,
বকুল ফুলের মুকুল গন্ধ, অশোক পাতার কচি রং,
শরৎকালের রঙিন সন্ধ্যা, গ্রীষ্মকালের পলাশবন,
বর্ষাকালে প্রথম মেঘের প্রথম গুরু গরজন,
পাড়াগাঁয়ে বৎসরান্তে 'রাজার বাড়ি' দুর্গোৎসব,
ছেলের ভাতে আঙ্গিনাতে বন্ধু জনের কলরব,
সাগরবক্ষে প্রভাত বায়ে পাইল্ তুলে যাওয়ায় সুখ,
স্বদেশেতে বাল্যস্মৃতি, বিদেশেতে চেনামুখ,
বিয়ের রাতে সাহানাতে প্রথম নিশার অবসান,
যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্নে চুম্বনের সেই সুরাপান,
জীবন কুঞ্জে হেনার গন্ধ আকুল অন্ধ বাসনায়,
—কে আছিস্ রে—আজি আমার জীর্ণ প্রাণে নিয়ে আয়।

৬

তবে—ঊষার মত ভূষায় সেজে হাসিগুলি চলে' আয়!
রাঙ্গাপায়ে নেচে নেচে আয়রে আমার কোলে আয়!
অধরপুটে দুধের গন্ধ, মুটোর মধ্যে জবাফুল,
মাথার উপর কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া কালোচুল,
দিয়ে বেতাল করতালি, বেসুর সুরে গেয়ে গীত,
নিজেই বিভোর—নিজের গানে নিজেই যেন বিমোহিত;
ওরে কান্ত, ওরে চপল কাঁধে আমার দিয়ে ভর,
বুকের উপর লতিয়ে উঠে গলাটি মোর জড়িয়ে ধর্।

৭

বাল্যে পড়া মহাভারত রামায়ণের উপাখ্যান—
বিষ্ণুর মহা যোগনিদ্রা, হিমালয়ে শিবের ধ্যান,
রামের হরধনুর্ভঙ্গ, ধনঞ্জয়ের লক্ষ্যভেদ,
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, রামের যজ্ঞ অশ্বমেধ,
জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞ, পরীক্ষিতের সর্পভয়,
হনুমানের লঙ্কাদাহ, দশাননের পরাজয়,
জহ্নুমুনির নিঃশেষ করা গণ্ডুষেতে গঙ্গাজল,
ইন্দ্র-বৃত্রে তুমুল যুদ্ধ, বিশ্বামিত্রের তপোবল,
আলাদীনের মায়া প্রদীপ, আলিবাবার গুপ্তধন,
হার্কিউলিসের বাহুবল ও আকিলিসের মহারণ,
কন্দর্পের সে পুষ্পধনু, উর্ব্বশীর সে অভিসার,
হেলেনের সে কামাগ্নিতে ট্রয়রাজ্য ছারখার!
ক্লিওপ্যাট্রার কটাক্ষেতে রোমের শৌর্য্য নতশির,
দুইটি জাতির মহা নৃত্য রূপের তালে পদ্মিনীর ;—
তোদের চক্ষে তোদের নৃত্যে, কল কণ্ঠে—সেই সব
আবার পড়ি, আবার করি প্রাণের মধ্যে অনুভব।

৮

আবার ছুটি চিন্তারাজ্যে, প্রাণের তৃষায় করি ধ্যান
জগতের এক নূতন তথ্য, নূতন অর্থ, নূতন জ্ঞান।
পৃথিবী উড়েছে শূন্যে সূর্য্যে করি' প্রদক্ষিণ ;
চাকার মত ঘুরে যাচ্ছে ক্রমাগত রাত্রিদিন ;

চৌতালেতে নৃত্য করে—জ্বলে' উঠে নিভে যায়—
কোটি সূর্য্য কোটি গ্রহ কোটি চন্দ্র নীলিমায় ;
এ মহা স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি—মহাসৃষ্টি মহানাশ—
বক্ষে ধরে' দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে স্তব্ধ নীলাকাশ ;
ভাবে মনে—বিশ্বপতির এ কি খেলা বিস্ময়,
কেন বা এ মহাসৃষ্টি ? কেন বা এ মহালয় ?
এ কি একটা নিয়ম ? কিম্বা বিশ্বপতির স্বেচ্ছাচার ?
এ কি একটা অধঃপতন ? এ কি একটা অগ্রসার ?
ইহার আদি দেখি নাইত, জানি না তার কোথায় শেষ ;
জানো কি তা—সত্য বল—তুমিই নিজে পরমেশ ?
নিয়ে এসো সে সব প্রশ্ন, আমার পাত্র ভরে দাও ;
শিরায় শিরায় ঢেলে দাও আজ, আমায় পাগল করে' দাও।

—না না—ঐ যে রশ্মিরাজ্য আকাশ থেকে নেমে যায় ;
ঐ যে দূরে যশের ডঙ্কা ধীরে ধীরে থেমে যায় ;
একটা তীব্র উন্মাদনা হয়ে আসে ম্রিয়মান,
সন্ধ্যা হয়ে আসে, দিবা হয়ে আসে অবসান।
চলে' যা সব চলে' যারে—শূন্য হাসির অট্টরব ;
তাতে শান্তি ?—মনের ভ্রান্তি—নিতান্তই অসম্ভব।
বাল্য ক্রীড়া, প্রেমের স্বপ্ন, যশের বাদ্য, ডুবে যায়—
মহা শোকের অশ্রুজলে, মহা গভীর সমস্যায়।

১০

তবে আয়রে মলিনমুখী শীর্ণদেহ দীর্ণপ্রাণ !
সর্ব্ব অঙ্গে পদাঘাত ও লাঞ্ছনা ও অপমান ;
রুক্ষমাথায় উড়্ছে ধূলি ; রিক্ত শুষ্ক করতল ;
অঙ্গ বেয়ে পশুশ্রম ও গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল ;
নাইক পেটে অন্নকণা ; শীতে কাঁপে ছিন্নবাস ;
অশ্রুবারি, শুষ্কনেত্র, আর্ত্তধ্বনি, দীর্ঘশ্বাস।
—অশ্রুর রাজ্য নিয়ে আয়রে, হাসির রাজ্য মুছে যাক্
অনুকম্পায় কেঁদে আমার সকল দুঃখ ঘুচে যাক্।

১১

যেথায় ভগ্ন দেবমন্দির—রুক্ষশিরে তুল্ছে বট ;
বিশাল ধূ ধূ মাঠের মধ্যে পরিত্যক্ত শূন্য মঠ ;
মড়ক শুয়ে থাচ্ছে থাবি—ক্রোশের মধ্যে নাইক কেউ
শুষ্ক নদী, উষর ক্ষেত্র, মরুভূমির বালুর ঢেউ ;
বাড়ির ভিটেয় চর্ছে ঘুঘু, উঠনে তা'র জম্ছে ঘাস,
মৃত গৃহস্বামীর আত্মা ফেল্ছে এসে দীর্ঘশ্বাস ;
শীতের ঘন কুজ্ঝটিকা পাকিয়ে উঠ্ছে চারিধার ;
দিবার মৃত্যুর পরপারে ঘনিয়ে আস্ছে অন্ধকার ;
ভগ্ন রাজধানীর ধ্বংস ভাব্ছে দিয়ে মাথায় হাত,
একটা মৃত শিল্প কর্ছে সিন্ধুনীরে অশ্রুপাত ;
একটা লুপ্ত সভ্যতা সে অসভ্যতার ক্রীতদাস ;
একটা আশার শিওরে জেগে একটা মহাসর্ব্বনাশ ;

একটা শুষ্ক ভালবাসা পায়নি যে তার প্রতিদান ;
বাৎসল্য যা হৃদয় দিয়ে কিন্‌ছে শুধু অপমান ;
দাক্ষিণ্য যা ফতুর হয়ে দ্বারে দ্বারে পাত্‌ছে হাত ;
কৃতের প্রতি কৃতঘ্নতা, দয়ার শিরে পদাঘাত ;
সে সব দৃশ্য নিয়ে আয়রে—সুখের দৃশ্য সুখে থাক্—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বহে' যাক্।

১২

নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার,
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বান্তি—নিয়ে আয় সেই অশ্রুলোক।
সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়ুরোপ ;
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরংজীবের মৃত্যুভয়,
পানিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয় ;
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাতে ধরে' আমায় সেথায় নিয়ে চল্।

১৩

হাস্য শুধু আমার সখা ? অশ্রু আমার কেহই নয় ?
হাস্য করে' অর্দ্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চলে' যারে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয় !
গলা ধরে' কাঁদ্‌তে শিখি গভীর সহবেদনায় ;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে সহবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ।

১৪

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়।
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবন দান!
সত্যের জন্য দৃঢ় ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ,
বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জাগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আর্ত্ত রক্ষা দৃঢ়পণ;
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ, পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থিদান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান,
সীতার সে স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস।
সেই রাজ্যে নিয়ে যারে, কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে—
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে;
উঠুক বন্যা, যেন তাহা স্বর্গের রাজ্যে ছড়িয়ে যায়,
শেষে প্রাণের উজান টানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায়।

১৫

গাঢ় হয়ে আসে রাত্রি; অন্ধকারের আবরণ
পড়ে' গেছে। ছেয়ে গেছে উপত্যকা গিরিবন;
উপরে অনন্ত শূন্যে কোটি কোটি জ্যোতিষ্মান
অবিচ্ছিন্ন সমস্বরে ধরেছে ঐ সামগান—

এত গাঢ় ! সে সঙ্গীতে ডুবে গেছে শব্দ তার,
জ্যোতিতে সে কেঁপে উঠে হয়ে গেছে একাকার।
স্তব্ধ ধরা ; শিওরেতে কাঁদে শুধু ঝিল্লীরব ;
ধরার বক্ষে দুরু দুরু করিমাত্র অনুভব।
শুধু মহা মৃত্যুসম কৃষ্ণ নভ ঘন স্থির ;
পক্ষ দিয়ে ঘিরে আছে এ রহস্য পৃথিবীর।

১৬

গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসে অন্ধকার ;
এই বিশ্বে আমি একা, কেহ যেন নাহি আর।
গভীর রাত্রি !—সহযাত্রী—কোথা তারা ?—কেহ নাই—
শ্রান্ত পদে অন্ধকারে একা বাড়ি ফিরে যাই।

সোনার স্বপ্ন।

১

সে গেছে, আমার মর্ম্মপটে ছায়ার মত ভেসে,
সে গেছে, আমার হৃদয় তটে ঢেউয়ের মত এসে,
তাঁরে নয়ন ভরে দেখেছিলাম,
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে—
ঘুমের, সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সোনার স্বপ্নটিরে।

২

সে, প্রথম সে দিন এসেছিল আমার দৃষ্টিপথে;
সে, সুখের মত ভেসেছিল আমার মনোরথে;
তারে, মহারাজার মতন করে'
আদর করে' যতন করে'
নিয়েছিলাম তবে;
সে দিন ভরেছিল জীবন আমার মহা মহোৎসবে।

৩

সে দিন পুষ্পে পুষ্পে কুঞ্জ ভবন উঠ্‌লো আমার সেজে
সে দিন রোমাঞ্চিত করে' পবন, উঠ্‌লো বীণা বেজে;
সুখে হৃদয় আমার ভরে' গেল,
ডুবে গেল, মরে' গেল,
—সন্ধ্যাসম মেঘে;
যেন উঠ্‌লাম আমি জন্ম হতে জন্মান্তরে জেগে।

৪

যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে স্বপ্ন গেল টুটে ;
হঠাৎ বীণার তারটি ছিঁড়ে গেল আর্ত্তনাদে উঠে।
এখন রহি সন্ধ্যার গভীর গানে,
বীণার স্বরে, কবির তানে,
চেয়ে নিরবধি—
সেই স্বপ্ন আমার—যুগের ঘুমে একবার আসে যদি।
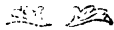
স্মৃতি।

একটা স্মৃতি—সকল স্মৃতির সেরা
জাগে চিত্ত মাঝে ;
একটা গীতি—দুঃখ দিয়ে ঘেরা
সুখের মত বাজে ;
কন্যার প্রতি মায়ের বিদায় বাণী,
স্বপের মত নেশা,
বিরঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘখানি—
সুখে দুঃখে মেশা।

উঠেছিলে যখন চিত্তে নামি,'
উষার মত জেগে,
কি গরিমা দেখেছিলাম আমি
আকাশে ও মেঘে ;
জন্মান্তরের যেন একটি গাথা
জীবন আমার ব্যেপে,
সৃষ্টির উজ্জল একখান ছেঁড়া পাতা
এলো যেন কেঁপে।

ঝাঁপিয়ে গীতি লভিল সে মরণ
ঝঙ্কারেরই কূপে ;
পুড়ে গেল উষার রাঙা বরণ
নিজের তীব্ররূপে ;
ক্ষুব্ধ নইক—আছে সেই স্মৃতি
জীবন আমার ছেয়ে ;
আকাশ থেকে আছে সেই প্রীতি
আমার পানে চেয়ে।

এসো।

এসো সন্ধ্যার মত ধীরে, নিশীথের মত ছেয়ে,
মলয়ের মত মধুর ;
এসো কন্থার মত সেবায়, জননীর মত স্নেহে,
ব্রীড়ায় সম বধূর ;
এসো কুসুমের মত শোভায়, জোৎস্নার মত ভেসে,
কল্পনার মত সেজে ;
এসো আকাশের মত ঘিরে', প্রভাতের মত হেসে,
দুঃখের মত বেজে ;
এসো হতাশার উপর ধেয়ে, আনন্দের মত বেগে,
করুণার মত গড়াও ;
এসো আত্মার মত আমার জীবনের মত জেগে,
মৃত্যুর মত জড়াও।

অভিমান।

হাসির তুফান তুলে দিতে পারে সে,
ফোটায় হৃদে কুসুম শত শত ;
নেমে আসে অশ্রুবৃষ্টিধারে সে,
গর্জ্জে কভু বজ্রধ্বনির মত ;
রবির আলো মেঘের অঙ্গে খেলায়ে,
মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু সাজায় ;
অসিখানি শমীবৃক্ষে হেলায়ে,
উদাস প্রাণে মুরলিটি বাজায়।

আর ত কৈ সে মুরলিটি বাজেনা !
—এমনি কি !—কিসের দুঃখ হেন !
আর ত সন্ধ্যা তেমন করে' সাজেনা !
—তাহার সে দোষ ; আমার দুঃখ কেন !
আমারে সে কৈ ত ভালো বাসে না,
আমার উপর কিসের তাহার দাবী !
সে ত—কৈ সে আমার জন্য আসে না,
আমি কেন তাহার জন্য ভাবি !

—না না—তবু বহুদিনের বাসনা,
বহুদিনের স্মৃতি জেগে আছে ;
—ওগো তুমি কেন আমার আস না,
এসো তুমি এসো আমার কাছে !
বড় রোষে বড় অভিমানে গো,
হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়াছাড়ি ;
সকল ব্যথা গলে' গেছে প্রাণে গো
এসো আমার—এসো তোমার বাড়ি !

হাসির তুফান আবার দেও গো উঠায়ে;
অশ্রুজলে ভাসিয়ে দাও গো গুণী !
আবার কুসুম প্রাণে দাও গো ফুটায়ে,
আবার তোমার গভীর ধ্বনি শুনি।
অরুণবর্ণ মেঘের সঙ্গে মিশায়ে,
খেলাও আবার ইন্দ্রধনুহাসি।
ছেদি' আমার গভীর অমানিশা এ
—এসো, আবার বাজাও তোমার বাঁশি।

ফিরিয়ে দাও।

(গান)

হৃদয় যদি দিবে না ও,
হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।
যদি বা মিটেছে আশ,
নূতনে বা অভিলাষ,
যাও যেথা তাহা পাও।
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে দাও মোর হাস্যমুখ;
ফিরে দাও মোর শান্তি সুখ;
দেশান্তরে চলে যাই,
যেন ভালোবাসি নাই,
ফিরে কভু চাবনাও,
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে নাও ও পাষাণ বুক;
উদাসীন ও হাসিটুক—
কপট অধর পুটে;
কৃপাহিম ও আঁখি দুটি;
দিয়েছ যা ফিরিয়ে নাও—
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফেলেছি যে অশ্রুরাশ,
ফেলেছি যে দীর্ঘশ্বাস,
কহেছি কত না জানি,
অবোধ উদ্ভ্রান্তবাণী ;
ভুলে যাই—ভুলে যাও !
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

এতদিনে বুঝিলাম
প্রণয়ের পরিণাম—
সুখ তৃপ্তি অবসাদ,
মিটেছে মোর সব সাধ ;
চলে' যাই—চলে' যাও
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

আহ্বান।

১

যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা
তুমি আমার এসো ;
যখন ধীরে পড়ে' আস্‌বে বেলা
তুমি একবার এসো।
যখন যাবে কলরব থামি',
—যখন বড় একা,
কাউকে খুঁজে পাব না ক আমি—
তুমি দিও দেখা।

২

আমার নাইক এমন কোন দাবী
—তোমায় আমি পাবো !
আমি শুধু পূর্ব্ব কথা ভাবি'
—তুমিও কি ভাবো ?
তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে
আমি চেয়ে থাকি ;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে
তুমি আসো নাকি ?

৩

আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন
তোমার কণ্ঠরব ;

তোমার স্পর্শ তোমার হাস্য হেন
 করি অনুভব।
সবই ভ্রান্তি একি ?—সবই মায়া
 তোমার এই প্রীতি ?
শুধু স্বপ্ন !—শুধুই কি ছায়া ?
 শুধুই কি স্মৃতি ?

৪

যখন হেথায় ছেড়ে যাবো শেষে
 যাহা কিছু প্রেয় ;
তুমি তখন সাগর তীরে এসে
 সঙ্গে নিয়ে যেও ;
তুমি গেছ আগে : তোমার আছে
 জানা সমুদয় ;
তুমি যদি থাকো আমার কাছে,
 পাব না ক ভয়।

৫

সে দিন তুমি এসো ওহে প্রিয়—
 এসো আমার কাছে ;
সেই দেশে—আমায় দেখিয়ে দিও
 কোথায় কি আছে।
আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো
 আঁধার হবে আলো :
তুমি আমায় আগিয়ে—নিতে এসো
 তুমি বেসো ভালো।

সুন্দরী কে?

১

কে সে বল সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক?
ভ্রূদুটি যার টানা টানা? নাসিকাটি বাঁশি পানা?
ওষ্ঠ দুটি রাঙ্গা রাঙ্গা? পটোল চেরা চোখ?
নাকটি কিন্তু কুঁচিয়ে রাখে, ওষ্ঠ দুটি বাঁকিয়ে থাকে,
চাহনিতে বিরক্তি, আর কথায় কথায় 'রোখ';

আমি বাহির থেকে এলে, মূর্ত্তি যেন বাঘে খেলে,
ঝগড়া একবার বাধ্‌লে পরে যেন 'ছিনে জোঁক';
অনেক ভেবে চিন্তে তবে, যাহার কাছে যেতে হবে,
কৈতে কথা প্রতিপদে গিল্‌তে হয় ঢোঁক;

নয়ক নিজে 'কোন কর্ম্মা', অন্যের উপর 'অগ্নি শর্ম্মা',
আমার চেয়ে বেশী আমার টাকার দিকেই ঝোঁক;
হোক না তাহার গৌরবরণ, হোক না তাহার নিখুঁত গড়ন,
আমার চক্ষে নহে সেত সুন্দরী স্ত্রীলোক।

(২)

তবে কে সে সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক?
সেই সে যাহার বক্ষে প্রীতি, চক্ষে যাহার সুখের স্মৃতি,
বাক্যে যাহার কল গীতি—ঝরে পুণ্যশ্লোক ;
মুখে পবিত্রতা রাশি, ওষ্ঠে যাহার সদাই হাসি,
তাহার আবার অন্য রূপের কিসের আবশ্যক ?

হাস্যে আমার সখী সমা, ক্রোধে মূর্ত্তিমতী ক্ষমা,
রোগে দুঃখে চিন্তাজ্বরে—হরে সর্ব্বশোক ;
দৈন্যে আমার উপকারী পাপে আমার পাপহারী,
তা'কে অসুন্দরী বলে কে সে আহাম্মক ?

তা'রেই বলি দেখ্‌তে ভালো, তাহার রূপে জগৎ আলো,
তাহার রূপে মুগ্ধ আমি—যেমনই সে হোক্‌ ;
নাই বা হোল গৌরবরণ, নাই বা হোল নিখুঁত গড়ন,
তারেই বলি সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক।

দশপদী
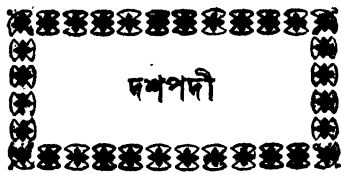
কবি।

কেন গাহে কবি ?—কেন সূর্য্য ওঠে ? বর্ষে বারি মেঘে ?
কেন বহে নদী ? কেন সিন্ধু শ্বসে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ?
কেন জ্যোৎস্নাপক্ষ তুলে চন্দ্র ভেসে চলে নীলাকাশে ?
রবির কিরণ-স্পর্শ পেয়ে বসুন্ধরা কেন ওঠে জেগে ?
শিউরে ওঠে কুঞ্জভবন পত্রপুষ্পে কেন মধুমাসে ?
পাখী কেন গেয়ে ওঠে ? মলয় পবন কেন ধীরে বহে ?
মাতা কেন ভালোবাসে ? রাখাল বাজায় বাঁশি ? শিশু হাসে ?
নিজের প্রাণের আবেগে সে—তোমাদিগের স্তুতির জন্য নহে।
তোমাদিগের স্তুতির মূল্য—হারে ! সে কি লাগে তাহার কাছে—
যে ধনে সে ধনী—কবি, যে ভাবে সে বিভোর হয়ে আছে।

বিস্মিস্ময়।

যা পেয়েছি বিধির কাছে—ক্ষুদ্র রোদন ক্ষুদ্র হাস্যখানি,
সামান্য মস্তিষ্কটুকু, শূন্য হৃদয়, পূর্ণ এই প্রাণ ;
তোমাদিগে সে সম্পত্তি করি আমি অকাতরে দান ;
তোমরা ধনী হবে নাক তাতে কিছু—তাহা আমি জানি ;
তাহা দিয়ে আমি যদি তোমাদিগের হৃদে পাই স্থান ;
তা হলেই ফিরে যাবো হাস্যমুখে, পূর্ণ মনোরথে।
তোমার কাছে প্রতিবাসী—তাইতে আসি গাইতে এই গান ;
ইচ্ছা তুমি শোনো, দেখ ভালো যদি লাগে কোন মতে ;
আমি ভাবি, আমার ভাবে বিভোর আমি, নত তাহার ভারে—
তোমাদিগের কিছু ভালো লাগ্‌বে না তা—এ কি হ'তে পারে?

অভিমান।

যদি কেউ না শোনে ; তবে—হে কল্পনা নিজেই অনুরাগে
গেয়ে ওঠো উচ্চকণ্ঠে—তোমার এমন দুঃখ নাইক কোন ;
নিজের কুটীরদ্বারে বসে' নিজেই গাহ নিজেই তাহা শোনো ;
নেহাইৎ খারাপ সে গান নহে, তোমার যদি নিজের ভাল লাগে
উষার রাগে সন্ধ্যারাগে মিশিয়ে একটি সোনার স্বপ্ন বোনো,
তোমার নিশার নিদ্রাটুকু আলোকিত কর্ব্বে তাহার আলো।
কেন তবে অলস ভাবে দিনের দীপ্ত প্রহরগুলি গোণো ?
গাহো কবি, গাহো, অন্যের ভালো লাগে, নাইবা লাগে ভালো
আরও—যে সম্পত্তি তুমি নিয়ে কবি এসেছ এ ভবে,
গাইতে যদি নাহি চাহো অভিমানে—গাইতে তবু হবে।

ঊষা।

ঊষা যখন নেমে আসে শুভ্রবাসে, ভিজা এলোচুলে,
নত নেত্রে, স্মিতমুখে অলক্তক-রক্তিমা চরণে,
চাঁপার মত আঙ্গুল দিয়ে অন্ধকারের দরোজাটি খুলে ;
— জাগে বিশ্ব বিরঞ্জিত মুঞ্জরিত নবীন জাগরণে,
গুঞ্জরি স্বাগত বাণী, কুঞ্জবনে কলকণ্ঠ তুলে,
জানু পেতে বসে পড়ে, ভক্তিভরে পদতলে তার ;
ঢেলে দেয়—সচন্দন শত শত বিকশিত ফুলে ;
নেয় ঊষা হাস্যমুখে তাহার সে ভক্তি উপহার।
মানুষ, চক্ষু চেয়ে দেখ এ মহিমা—নিশা অবসান—
এগিয়ে এসো, সঙ্গে জানু পেতে বোস, সঙ্গে গাও গান।

সন্ধ্যা।

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে ঐ—পৃথিবীর এই দৃষ্টিরাজ্য সীমা
হ'তে সীমান্তরে, সুনীল নভোরাজ্যের দূরপ্রান্ত হতে
পরপ্রান্ত বিপ্লাবিত করি' একটি বায়ব অগ্নিস্রোতে।
ধ্বংসের কৃষ্ণ মহা সিংহাসনে যেন আরূঢ় গরিমা।
সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—যেন ধর্ম্মবীর এক, পরহিত ব্রতে,
আলিঙ্গিত মৃত্যুকেও দীপ্ত করে মুক্ত মহিমায় ;—
সেই দৃশ্যে বিশ্বের দুটি ক্ষুদ্র জানু—সহসা স্বমতে
নুয়ে পড়ে ভক্তিভরে, মৃত্যুদাতাও ধন্য হয়ে যায়।
সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—মানুষ চেয়ে দেখ, নত কর শির,
কৃতজ্ঞ হও যে অন্ততঃ কেহ তুমি এই পৃথিবীর।

গোধূলি।

সূর্য্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক, অন্ধকার লেগে
ভেঙ্গে গেছে।—চূর্ণ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যেন একটা ঝড়ে;
শুয়ে আছে বর্ণগুলি চারিধারে—আকাশে ও মেঘে।
যেন একটা বর্ণ-সৈন্য ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে';
যেমন একটা মহানদী বহে' গিয়ে পূর্ণ খরবেগে
শেষে শাখায় উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে;
যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাছন্দে জেগে,
ছড়িয়ে পড়ে বিকম্পিত শত ভগ্ন মূর্চ্ছনাতে বেজে।
সূর্য্য অস্ত গেল। বিশ্ব ঘেরে এল কৃষ্ণ সুপ্তি নেমে,
মিশিয়ে গেল মহানদী সিন্ধু জলে, গীতি গেল থেমে।

রাত্রি।
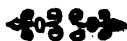
সূর্য্য অস্তে গেছে! আলোর স্বর্ণপক্ষ গুটিয়ে নিয়ে, নেয়ে,
নদীতীরে ভিড়িয়ে নিয়ে তরীখানি দড়ি দিয়ে বাঁধে।
নৌকাখানি শুয়ে শুয়ে, অলসভাবে নদীর পানে চেয়ে,
শোনে মন্ত্রমুগ্ধসম, শ্রান্ত অতি, নদীর কুলুনাদে।
রাত্রি গভীর হয়ে এলো!—তরীখানির শুয়ে পড়ে' ছাদে,
ঘুমুচ্ছে কি যাত্রীগুলো!—শুধু তাহার নিদ্রা নাইক চোখে;
যাত্রীদিগে বক্ষে ধরে' দোলায় শুধু—দোলায় আর কাঁদে।
জানি না সে কেন এত ব্যথিতহৃদয়, আচ্ছন্ন কি শোকে!
"যাবে এরা, নূতন যাত্রী উঠ্‌বে নায়ে, তারাও পরে যাবে,
যাবে সবাই, রৈবে শেষে শূন্য তরী"—তাই বুঝি তা ভাবে।

বসন্তে বিরহ।

বসন্তে বিরহ বটে সুসঙ্গত—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
যবে কোকিল 'কুহু কুহু' গেয়ে ওঠে হঠাৎ কলতানে,
যেন বিদ্ধ স্মরশরে; মৃদু রৌদ্রে স্নিগ্ধ বাতাস বহে,
যেন সে কোন্ সিন্ধুবারি বক্ষ হতে আসে কেবা জানে;
শিউরে উঠে আম্রকানন মুকুলিত শ্যামলসুবাসে,
ধরণীর সে শ্যামল মধুর জাগরণ—সে সুপ্তি অবসানে।
বৎসরান্তে সৌন্দর্য্যের সে দুর্গোৎসবে, সবাই ফিরে আসে
নিজ নিজ ঘরে, শুধু আমার শূন্য পুরেনিক প্রাণে!
বসন্তে বিরহী তাই—শূন্য নেত্রে—আমি শুধু চাহি;
যাহার যে জন প্রিয়, দেখি, কাছে আছে, আমার শুধু নাহি।

বর্ষায় বিরহ।

যখন ভুবন আঁধার ক'রে কালো আকাশ ঘেরে আসে মেঘে,
বজ্র কড়কড় শুনে বসুমতী কেঁপে ওঠে ত্রাসে ;
বৃষ্টি সঙ্গে শিলা পড়ে ; শীকর স্পৃক্ত বায়ু বহে বেগে ;
তখন আমি মেতে উঠি, নেচে উঠি মহামহোল্লাসে।
কিন্তু যখন বাতাস নাহি, বজ্র নাহি, অনন্ত আকাশে ;
কেবল একটা ধূসরতা—বর্ষে শুধু চূর্ণ বারিধারা ;
তখন আমার হৃদয় অসীম বিষাদে আপ্লুত হয়ে আসে,
তখন একা আমি যেন বিপুল বিশ্বে হয়ে যাই হারা।
বসন্তে বিরহ—শুদ্ধ প্রণয়ীরই—নহে সে দুঃসহ ;
বর্ষায় বিরহ বড় বাজে বক্ষে—সে বিশ্ববিরহ।

প্রেম।

পৃথিবীতে মানুষ নিত্য মরে বটে, করি আমি স্বীকার ;
পৃথিবীতে অনেক মানুষ মরে, কিন্তু প্রেমে কেহ নহে ;—
নহে কিছু দুরারোগ্য এই সৌখিন প্রেমের মৃদু বিকার,
পড়ে যদি পৃষ্ঠ দেশে কৃশ যষ্টি—বৈষ্ণশাস্ত্রে কহে।
সে আমারে ভালোবাসে, নাহি বাসে, যায় আসে কি কা'র,
সে ব্যতীত সুন্দরী বাসিতে ভালো নাহি কি সংসারে ?—
আমি চাই না ভালোবাসা, আমি সুখী ভালোবেসে তারে।
(ইহার পরে প্রয়োজন নাই অন্য কোন ভাষ্য কিম্বা টীকার ;
কিন্তু আরও দুটি পংক্তি বাকি—নৈলে হয় না দশপদী)
তারে কি রেখেছি কিনে, আমি তারে ভালোবাসি যদি।

কোকিল।

গাহো কোকিল, কলস্বরে মুখরিত করে' বনভবন,
ফোটে যখন কুঞ্জে কুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প দলে দলে ;
স্বপ্নরাজ্য হ'তে যখন ভেসে আসে মৃদু মন্দ পবন ;
চন্দ্রালোকে পূর্ণ আকাশ ; বসুন্ধরা পূর্ণ পরিমলে।
সুখের দিনের পাখী তুমি, দুঃখের দিনে উড়ে যাও হে চলে,
ডিম্ব পেড়ে রাখ তুমি চুরী করে' বায়সেরই বাসায়;
কুঞ্জে এসে প্রেমের গানে পরে পূর্ণ কর বনস্থলে ;
অতি চতুর তুমি পাখী,—অন্য কথা খুঁজে পাইনে ভাষায়।
ভারি রসিক হে বিলাসী পাখী তুমি, করি অনুমান ;
বায়স যখন ফোটায় যত্নে তোমার ডিম্ব, তুমি গাহো গান।

উর্ব্বশী

একটি বর্ণময়ী চিন্তা, একটি ক্ষুদ্র স্বপ্ন স্বর্ণময়,
গীতিময়ী স্মৃতিসম প্রভাত হয়েছিলে—হে উর্ব্বশী !
যে দিন আমার জীবনে এ ;—বুঝেছিলাম এ প্রকৃত নয়,
রবে না এ ;—যবে বিশ্বের সমগ্র মাধুরী মহীয়সী
ওঠে স্বর্গে ধূমায়িত হয়ে, নিঃস্ব করি' মর্ত্তভূমে,
শেষে একটি রূপবিন্দু হয়ে ধীরে ধরাতলে নামে ;
সহে না প্রকৃতি তাহা ; আমি যবে মগ্ন মোহঘুমে,
তোমার বক্ষে রেখে প্রিয়ে,—তুমি (করি' বিদলিত কায়ে
প্রেমসম) সন্ধ্যাবক্ষে রূপপক্ষ প্রসারিত করে'
উড়ে গেলে ; মিশে গেলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অম্বরে।

রূপসী।

ঐ যে পূর্ণ দেহখানি তরলস্বর্ণপরিস্নাত—যার
চারিধারে ঘিরে আছে শত লুব্ধ ভ্রমরঝঙ্কার;
ঐ যে মুখটি বর্ণে যাহার মিশে আছে অগ্নি ও তুষার;
ঐ যে হাস্য—কভ্র সম কুসুমিত উদিত উষার;
—রৈবে কোথা, শ্যামলতার উপর যখন চসে' যাবে জরা?
বর্ষভারে নুয়ে পড়্‌বে দেহবল্লী; স্বচ্ছ ললাটে এ
মৃত্যু কর্ব্বে বাসা; দুটি চক্ষুর উপর ধীরে আস্‌বে ছেয়ে
কাল-ছায়া;—তখন কোথায় গর্ব্ব তোমার রৈবে হে অপ্সরা?
অবহেলেও তোমার পানে কোন পথিক চাবে না সে দিন,
সৌন্দর্য্যের সমাধির উপর বসে' রৈবে আপনি শ্রীহীন।

সুন্দরী।

তোমার রূপটি কালানলে, হে সুন্দরী, করেছ ইন্ধন,
ধীরে তাহা পুড়ে যাচ্ছে, দেখ্‌ছ তুমি দাঁড়ায়ে অদূরে,
সাধ্য নাইক রুদ্ধ কর সেই দাহ ; দেখ অনুক্ষণ
তিলে তিলে মিশে যাচ্ছে একাকারে—ভীষণে মধুরে।
এরই এত আদর এত যত্ন ! ধরি' সমস্ত জীবন !
—হে রূপসী ! তোমার অমর হৃদয় রাজ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে,
অনাদৃত পতিত ভাবে, আবাদ কর যদি, তাহার কাছে
এ সৌন্দর্য্য কোথায় লাগে ! তাহার কাছে তুচ্ছ এই ধন।
এরই জন্য স্বর্গরাজ্য তোমার, করে' রাখ মরুভূমি !
হা রে মুগ্ধে ! তুমিই নিজে জানে না যে, কি সুন্দরী তুমি।

চুম্বন।

জগতে যা যত কাম্য তত ক্ষণস্থায়ী। পত্র রহে—
পুষ্প ঝরে' পড়ে। তপ্ত দিবাপরে সন্ধ্যা কতটুক!
দীর্ঘ বর্ষে সুগন্ধ হিল্লোলে আসে বসন্ত, বিরহে
আলোকিত মিলনের এক ক্ষুদ্র স্বপ্নসম তীব্রসুখ।
বাষ্প হয়ে উড়ে যায় সে অবিলম্বে। আনন্দ না সহে
গুরুভার। ছিঁড়ে যায় সেই তানপুরার উচ্চে বাঁধা তার
বেজে উঠে' তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে। তাই বলে' তুচ্ছ নহে
সেই সুখ। সে এক মুহূর্ত্তে যুগ; মুহূর্ত্তে অপার।
হা অদৃষ্ট! পড়ে' থাকুক প্রেমে পড়ে' থাকা চিরদিন!
আমি হয়ে যেতে চাই একটি ক্ষুদ্র চুম্বনে বিলীন।
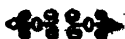
দুঃখ।

জগতে যা যত ভীষণ তত ক্ষণস্থায়ী।—জলোচ্ছ্বাস
ক্ষুধার্ত্তরাক্ষসসৈন্য-সম ঊর্দ্ধে উঠি' অকস্মাৎ
পুরপল্লী প্রকাণ্ড ব্যাদানে তাহার করে এসে গ্রাস ;
ভূমিকম্প—রম্য উচ্চ হর্ম্ম্যরাজি করে ধূলিসাৎ ;
অদৃশ্য ভুজঙ্গসম মহামারীর বিষাক্ত নিশ্বাস
করে পরিণত মহা শ্মশানে নগরজনপদ ;
ঘূর্ণী ঝঞ্ঝা ছুটে আসে আচম্বিতে ক্রুদ্ধ অন্ধ মদ-
মত্ত মাতঙ্গমসম—সঙ্গে লয়ে ধ্বংস সর্ব্বনাশ।
মহাদুঃখ বসে' বসে' কদাপি না পা ছড়িয়ে কাঁদে,
মরে' যায় একবারই চীৎকারি সুতীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে।
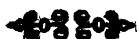
কারাগার।

পারো মুক্ত করে' দাও এ—তোমার বক্ষের গবাক্ষ ও দ্বার,
তোমার অন্ধ কারাকক্ষে চন্দ্র-কিরণ তবে পড়্‌বে হেসে ;
নাহি পারো—ভাগ্যে তব নিরানন্দ আছে অন্ধকার ;
পূর্ণ জ্যোৎস্না রুদ্ধদ্বারের কদাপি না পায়ে ধর্বে এসে।
মধুমাসের স্নিগ্ধ বায়ু কুঞ্জবনে ধীরে যাচ্ছে ভেসে,
তুমি যদি জ্বরাক্রান্ত—সে ত নহে তাহার অপরাধ ;
বাঁশির ধ্বনি শুনে যদি তুমি ওঠো করে' আর্ত্তনাদ,—
কর যত পারো মূর্খ! বিশ্বমাঝে তবু বাজিবে সে।
তপ্ত ধরাতলে শীতল সুপবিত্র বহে যাচ্ছে নদী,
অন্যে ধন্য হবে তাহে, তুমি নাহি স্নান কর যদি।

অপেক্ষা।

রুদ্ধ কর স্রোতস্বিনী।—কীটে বারি ভরে' যাবে ক্রমে ;
রুদ্ধ কর মুক্তবায়ু—মারী তাহার বস্‌বে জুড়ে শেষে ;
রুদ্ধ কর চিন্তাশক্তি—কলুষিত হবে তাহা ভ্রমে ;
রুদ্ধ কর হৃদয়—তাহা পূর্ণ হবে হিংসা আর দ্বেষে।
তুমি যদি নাহি নড়, ব্যাধি তোমায় জেড়ে ধর্‌বে এসে ;
তুমি যদি নাহি এগোও, কাহার ক্ষতি ! তুমি পড়্‌বে পিছে ;
তুমি যদি নাহি ওঠো হা রে মূঢ়, তুমি যাবে নীচে ;
তুমি যদি চেয়ে থাকো, কালের স্রোতে তুমি যাবে ভেসে।
সুপ্ত যদি থাকো তুমি, কেহ এসে থাবেনাক চুমা,
কেহ বল্‌বেনাক এসে ভালোবেসে "ঘুমা যাদু ঘুমা"।

অনুতাপ।

সিক্ত কর উপাধানটি নিত্য যদি তিক্ত অশ্রুজলে,
হাহাকারে দীর্ণ কর আকাশ যদি শীর্ণ অনুতাপে,
হয় না পাপের প্রায়শ্চিত্ত ; শুধু তুমি বাড়াও কৃতপাপে ;
বাড়ে নাক পুণ্য, শুধু ক্ষুণ্ণ কর কৃত পুণ্যবলে।
অনুতাপ ত শিশুর রোদন—পাপের ফল ত আপনিই ফলে ;
স্পর্শ যদি কর অগ্নি, অগ্নি, সে ত আপনিই দহে ;
আপনিই শিশু আবার স্পর্শে না ত প্রদীপ্ত অনলে ;
পূর্ব্বকৃত পাপরাশি পূর্ব্ববৎই পুঞ্জীভূত রহে।
সাধো পরহিত ব্রত—যদি সত্য চাহো পাপক্ষয়ে,
কর কর্ম্ম—ধর্ম্মে শুধু প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপে নহে।

মোক্ষ।

পুনর্জন্ম হতে মুক্তি—ইহাই মোক্ষ, হিন্দু-ধর্ম্ম কহে ?
জন্ম শুধু দুঃখহেতু ? বৃথা মিথ্যা মায়া এ সংসার ?
কিন্তু যে লভেছে জন্ম—ছেড়ে দিতে কেহই ব্যগ্র নহে ;
যথেষ্ট আগ্রহ বরং এই দুঃখ দীর্ঘ করিবার।
মানব জীবন নহে শুদ্ধ আলো, কিন্তু নহে শুদ্ধ ছায়া ;
নহে শুদ্ধ হাস্য বটে, কিন্তু শুদ্ধ নহে হাহাকার ;
নহে বটে পূর্ণ সত্য, তথাপি সে নহে শুদ্ধ মায়া।
সুখ ও দুঃখ দুই দিকে, মানব-জীবন দোলে মধ্যে তার।
দু'দিক থেকে দেবতা ও পিশাচ এসে মিশেছে জীবনে,
হয়েছে এ জীবন সৃষ্ট পাপ-পুণ্যের প্রণয়ালিঙ্গনে।

মানুষ।

হা মনুষ্য! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ হেন দর্প ভরে—
ইচ্ছা যেন কর একটি পদক্ষেপে অতিক্রম এ ধরায়;
ইচ্ছা যে ভ্রূক্ষেপে তোমার তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গ খসে' পড়ে;
ইচ্ছা বটে সূর্য্য চন্দ্র এসে তোমার পদতলে গড়ায়।
হা রে মূঢ়! জানো না কি—রে পতঙ্গ, উড্ডীন এ ঝড়ে;!
উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত তুমি, শুদ্ধ তাহার পদাঘাতযোগ্য।
যতক্ষণ না ভূমে পড়—জড়জন্তু মিশে যাও জড়ে।
তোমার এত স্পর্দ্ধা, ভাবো সৃষ্টি শুধু তোমার উপভোগ্য?
ভাবো যে বিধাতা বাধ্য তোমায় শুদ্ধ দিতে হেথা সুখ?
তোমার সুখ কি তোমার দুঃখ এ ব্রহ্মাণ্ডে বাধে এতটুক।

সুখ।

সেই সে প্রেয়সী শান্তি—যেই শান্তি বিশ্বে প্রীতিভরা ;
সেই সে শ্রেয়সী গীতি—অনুকম্পায় বাঁধা যাহার সুর ;
সেই গরীয়সী চিন্তা—পরহিতে যেই চিন্তা করা ;
সেই মহাকাব্য—সহবেদনায় যাহা সুমধুর।
—সেই শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম—যেই ধর্ম্ম পরদুঃখ করা দূর ;
পরার্থে-ই দুঃখ সহা—সেই মহাদুঃখ মহাসুখ।
সেই সে পরমানন্দ—পরসুখে আনন্দ প্রচুর।
সেই মহানন্দ কাছে স্বার্থের যে আনন্দ—কতটুক!
সেই সুখ তুলনায় সূর্য্যোদয়ে পূর্ণচন্দ্র প্রায়—
স্বার্থ-সিদ্ধির অতি তুচ্ছ এ আনন্দ পাণ্ডু হয়ে যায়।
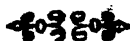
ধৰ্ম্ম।

এই সৃষ্টি—চলেছে সে একই সে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি'
কেন্দ্র হতে বৃত্তে, আত্ম হতে পরে,—এই বসুধায়।
সভ্যতাও চলেছে সে—সেই একই মহা লক্ষ্য ধরি'—
স্বার্থ হতে পরার্থে, স্ববৃত্তি হতে সহবেদনায়।
ঈশ্বর নহে মাথার উপর, ঈশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে—
মনুষ্যে পতঙ্গে কীটে। হতভাগ্য—যেই দুঃখ সহে,
তাহারে যে সুখী করে, যথার্থতঃ সেই পূজা করে;
আর—জেনো ধ্রুব, তাহার সেই পূজা ব্যর্থ কভু নহে।
চাই স্বর্গ?—স্বর্গ! সে ত মানুষেরই নিজ হাতে গড়া;
ধৰ্ম্ম—পরহিতব্রতের মহাতন্ত্র—নহে মন্ত্র পড়া।

স্বর্গ।

স্বর্গ! কোথা স্বর্গ? তাহা আকাশে কি পরপারে নয়;
স্বর্গ কবির স্বপ্ন নয়ক; স্বর্গ পুণ্যের নহে পুরস্কার;
স্বর্গ সে পদার্থ নয়ক; সে ধারণা নহে; বাসনার
লক্ষ্য নহে; সুখের স্থানও নহে স্বর্গ; স্বর্গ দুঃখময়।

ক্ষুদ্রতম সরীসৃপ, যে ভূতলে লুকিয়ে থাকে, পাছে
কেহ পায়ে দলে যায় বা—জেনো ধ্রুব, স্বর্গ আছে তার;
চলেছে ঐ অবিশ্রান্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ—দিগন্ত প্রসার
করি পরিব্যাপ্ত দূরে,—তাহাদেরও জেনো স্বর্গ আছে;
স্বর্গ সে স্বকীয় ধর্ম্মকর্ম্ম করা, স্বর্গ-মহাযোগ,
স্বর্গ পরহিতব্রত; স্বর্গ পরহেতু দুঃখভোগ।

প্রহেলিকা

একে একে স্বপ্নসম চলে' যাচ্ছে দিবসগুলি এসে—
কভু রৌদ্র, কভু বৃষ্টি, কভু আসে কুজ্ঝটিকা ঘিরে ;
মাসের পরে আসে মাস, আর বর্ষের পরে আসে বর্ষ ধীরে,
দীর্ঘযাত্রা ক্রমে ক্রমে দেখি, সাঙ্গ হয়ে আস্‌ছে শেষে।
তবু জানিনাক আমি কিছুমাত্র কোথা যাচ্ছি ভেসে,
জানিনাক আছে সেথায় অরণ্য কি গিরি কিম্বা নদী,
কিম্বা মহা মরুভূমি, কিম্বা মহা দিগন্ত জলধি
করে ধূ ধূ ; জানিনাক আছে কিনা মানুষ সেই দেশে,
এমনই অন্ধ মূঢ় মানব ! এমনই ধূমে আচ্ছন্ন এ শিখা !
এ কি স্বপ্ন ! এ কি ভ্রান্তি ! এ কি সত্য !-এ কি প্রহেলিকা।

শান্তি।

একে একে চোখের সামনে কুসুমগুলি পড়ে' যাচ্ছে ঝরে',
ধীরে ধীরে পশ্চিমের ঐ পীতাকাশে নিভে আস্‌ছে আলো ;
ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে জগৎ ; সোনার বরণ হয়ে আস্‌ছে কালো
চক্ষু দুটি মুদে আস্‌ছে ক্রমে ক্রমে যেন নেশার ঘোরে ;
বাজ্‌ছে দূরে বিজয়-ডঙ্কা—শুন্তে পাচ্ছি লাগ্‌ছে না ত ভালো ;
ইচ্ছা শুধু, পক্ষদুটি গুটিয়ে এখন নীড়ে আসি ফিরে।
কে তুমি হে পরিচিত প্রিয়-বন্ধু কে আছো কুটীরে ?
এইছি আমি তোমার কাছে, এখন তোমার সন্ধ্যা-দীপটি জ্বালো
শ্রান্ত আমি ভ্রান্ত আমি, চিনেছি গো নিজ জন্মভূমি,
দেখাও কোথায় শান্তিশয্যা পেতে আমার রেখেছ গো তুমি।

অবসান।

করেছি কর্ত্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা ;
করেছি অন্যায় যাহা সেইটুকুই খরচ—দিও বাদ।
তোমাদিগে যেটুকু দিয়েছি দুঃখ, কোরো ভাই ক্ষমা ;
তোমাদিগে যেটুকু দিয়াছি সুখ—কোরো আশীর্ব্বাদ।
তোমাদিগের মধ্যে আমি আসিনিক কর্ত্তে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই ;
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম অপরাধ ;
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি—কোন দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশী হয়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ ;
জমা যদি বেশী থাকে, তোমাদিগের সেটা অনুগ্রহ।

পত্রাঙ্ক

বিষয় ... পৃষ্ঠা